দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... ৩

শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প ঃ ছাত্রী বেড়েছে ॥ শিক্ষার মান বাড়েনি ॥ ঢুকে পড়েছে দুর্নীতি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প চালু হওয়ায় দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে শিক্ষার মানবৃদ্ধি পায়নি। বাল্য বিবাহের প্রবণতা অনেকটা দূর হয়েছে। মেয়েরা স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন দেখতে শিখছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এই প্রকল্পকে ঘিরে এক শ্রেণীর প্রধান শিক্ষক এবং কোথাও কোথাও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছেন। তাদের দুর্নীতির কারণে বিবাহিত ছাত্রীরাও শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছে। ফলে বাস্তবমুখী এই প্রকল্প অজ্ঞাতে বিতর্কিত হয়ে উঠছে। সোমবার আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ভবনে নারী উদ্যোগ কেন্দ্র আয়োজিত এক গোল টেবিল বৈঠকে এই মন্তব্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে নারী শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন শীর্ষক এই বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ জুনায়েদ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ গোলাম রসুল মিঞা, তাবাসসুম শাহনাজ সাকাওয়াত, নীলুফার আহমেদ, নারী উদ্যোগ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক মাশহুদা খাতুন শেফালী বৈঠকের উদ্বোধনী পর্বে বক্তৃতা করেন। বৈঠকে নারী শিক্ষা বৃত্তির উপর একটি প্রতিবেদন পাঠ করেন ডঃ মোঃ মোখলেসুর রহমান।